শৈশবের দারিদ্রই সামাজিক কাজে জিলিয়ানের প্রেরণা

তৈরি করা হবে শিশুদের কথা শেখানোর প্রশিক্ষণকেন্দ্র

রোশনি মিত্র

শৈশবের বেশিটাই কেটেছে কলকাতার ফুটপাথে। জন্মলগ্ন থেকে কখনও অনাহারে, তো কখনও কপাল ভালো থাকলে মিলেছে দু'মুঠো অন্ন। যৌবনের শুরুতে জুটেছে ছাদের তলায় একটু আশ্রয়, তা-ও ক্ষণস্থায়ী। এই দুর্দশা কাটিয়ে এখন তিনি খ্যাতির সবোর্চ্চ চুড়োয়।

ইনি, ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত জিলিয়ান হাসলাম। কিন্তু, সেই ভয়ানক পরিস্থিতি কাটিয়ে তিনি এখন মোটিভেশনাল বক্তা, প্রশিক্ষক এবং লেখিকা। খ্যাতির চুড়োয় পৌঁছেও তিনি অতীতকে ভুলে যাননি। শুধু জন্মভূমির টানেই নয়, সেই সব মানুষদের টানেও তিনি এই শহরে ছুটে আসেন, যাঁরা তাঁর মতো শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ফুটপাথে দিন কাটাচ্ছেন। এবারও শহরের অসহায় মানুষদের খবরাখবর নিতে ও তাঁদের জন্য কিছু করার লক্ষ্যে তিনি সুদূর লন্ডন থেকে ছুটে এসেছেন। জিলিয়ান চান, ফের স্থায়ী ভাবে কলকাতায় বসবাস করতে। তার আগে, এই শহরের জন্য ভালো কিছু করতে চান এই ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত।

ছোটবেলায় তিনি দুর্দশা-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানুষ হয়েছেন। এই শহরের বুক থেকে তিনি সেই ছবিটা সম্পূর্ণ ভাবে মুছে ফেলতে চান। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিমধ্যে তিনি কাজ শুরু করেছেন। এই কাজে জিলিয়ানের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর বোন ডোনা, প্রতীক নামে এক যুবক-সহ বেশ কয়েকজন সমাজসেবী। তাঁরা আপাতত পথশিশুদের জন্য কাজ করছেন। এই জন্য বেহালা-পিকনিক গার্ডেন-রিপন স্ট্রিট-সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছ'টি কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমেই জিলিয়ান ও তাঁর সঙ্গীরা কাজ করছেন।

সংগঠনটিতে মোট ১৮ জন সদস্য রয়েছে। এই সদস্যরাই পথশিশুদের দেখভাল করে থাকেন। লরেটো স্কুলে 'রেইনবো' নামে এক সংগঠনের অধীনে গরিব শিশুদের লেখাপড়া শেখান জিলিয়ানের সঙ্গীরা। শিশুদের ইংরেজিতে কথা বলতে শেখান। এছাড়া তাঁরা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ২৫০ জন নাবালকের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। অটিজমে আক্রান্ত প্রতিবন্ধী পথশিশুদের দেখভাল করেন। এছাড়া এনআরএস হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া-লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য তিনি তিনটি ফুড ব্যাংকও তৈরি করেছেন। জিলিয়ানের নেতৃত্বাধীন এই সংগঠন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করে থাকে।

সম্প্রতি শহরে এসে জিলিয়ান বলেন, 'আমার ছোটবেলা কলকাতাতেই কেটেছে। জন্ম থেকেই দেখেছি বহু দুঃখ-দুর্দশা। আমার মতো যে শিশু এবং বয়স্করা দারিদ্র্যে দিন কাটাচ্ছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়াতে এবং তাঁদের দারিদ্রের পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে এই উদ্যোগ। আমি খুব শীঘ্রই কলকাতায় ফিরে আসতে চাই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সবরকম ভাবে সহায়তা করেছেন। আমি ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য কলকাতা শহর এখন আগের থেকে অনেকটাই উন্নত হয়েছে। আমার বোন ও কয়েকজন কর্মী নিয়ে এই দলটি শহরের বিভিন্ন প্রান্তে, পথশিশু এবং বৃদ্ধদের জন্য পর্যাপ্ত খাবার পরিবেশন করছে। গরিব শিশুদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করছি।' তিনি আরও বলেন, 'আমি শিশুদের জন্য শহরে একটি আন্তর্জাতিক স্তরের স্পিকিং অ্যাকাডেমিরও উদ্বোধন করতে চাই। সেখানে প্রশিক্ষকরা ছোট ছোট শিশুদের কথা বলতে শেখাবেন। ব্রিটেনের মতো বিশ্বের বিভিন্ন প্রথমসারির দেশে আমার এমন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে।'

জিলিয়ানের বাবা রোল্যান্ড টেরেন্স হাসলাম ছিলেন পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ সৈনিক। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনের পর অধিকাংশ ব্রিটিশ ফিরে যান। কিন্তু জিলিয়ানের বাবা অর্থাভাবে ফিরে যেতে পারেননি। এর পর ১৯৭০ সালে জিলিয়ান জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় তাঁর মা মার্গারেট হাসলাম বাড়ি বাড়ি কাজের সন্ধানও করছিলেন। কিন্তু, বাবার অসুস্থতার জন্য তিনি কোথাও যেতে পারেননি। কিছুদিন, জিলিয়ানের শৈশব কেটেছে দিদি ভেনেসা, সুসান, ক্রিস্টিন, ডোনা ও ভাই নেইলের সঙ্গে দমদম স্টেশনের কাছে একটি সিঁড়ির নীচে।

মাথার ওপর কোনও ছাদ ছিল না। সেই সময় বেশির ভাগ দিনই জিলিয়ানদের কাটত না-খেয়ে। সেই সময় নাজারেথ নামে এক দক্ষিণ ভারতীয় ব্যক্তির দয়ায় জিলিয়ান দমদমের স্কুলে ভর্তি হন। পরে ব্রিটিশ সৈনিক হওয়ার সুবাদে তাঁর বাবা খিদিরপুরের কাছে একটি ঘর পান। সেখানে সেন্ট থমাস স্কুলে পুনরায় ভর্তি হন ছোট্ট জিলিয়ান। এর মধ্যেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। এর পর জিলিয়ান তাঁর পরিবারের সঙ্গে বেশিদিন কাটাতে পারেননি। ১৭ বছর বয়সে তিনি দিল্লি চলে যান। এর পরই তাঁর মা মারা যান। এর পর জিলিয়ানের আর্থিক অবস্থা ধীরে ধীরে ভালো হতে থাকে। তিনি ব্যাংক অফ আমেরিকায় কাজে যোগ দেন। তার পর কর্মসূত্রে পাড়ি দেন ইংল্যান্ডে।